আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ:(২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০) বুলেটিন নং ১৮২	২০ সেপ্টেম্বর হতে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৬ সেপ্টেম্বর হতে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৬ সেপ্টেম্বর	১৭ সেপ্টেম্বর	১৮ সেপ্টেম্বর	১৯ সেপ্টেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	হালকা	হালকা	০.০	১৫.০	০.০-১৫.০ (১৫.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.৫	৩৩.৮	৩৩.৮	৩৫.১	৩৩.৫-৩৫.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৫	২৬.৫	২৬.৫	২৬.৫	২৪.৫-২৬.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৯.০-৯৩.০	৬৫.০-৯৫.০	৬৪.০-৯৩.০	৬২.০-৯৩.০	৬২-৯৫
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৪.৮	৩.৭	৫.৬	১৪.৮	৩.৭-১৪.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৪	৫	৫	৪-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২০ সেপ্টেম্বর হতে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-২৯.৮ (৪২.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৩-৩৩.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৬-২৫.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৫.০-৯৫.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৫-৭.১
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছ্ড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ঘনীভূত হতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের উপর সক্রিয়, দেশের অন্যত্র মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পরিবর্তী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে সামান্য থেকে মাঝারী ধরনের ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

নরম দানা থেকে কর্তন পর্যায়-

- জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ধানে মাজরা পোকা, নলী মাছি, বাদামী গাছ ফড়িং, লেদা পোকা এর আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে, ধানে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আক্রমন দেখা দিলে ট্রাইকোগ্রামা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমি থেকে পরিত্যক্ত খড়কুটা পরিষ্কার করুন যাতে করে খোল পোড়া রোগ আক্রমন না করতে পারে।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল কাটার ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- পরিপক্ক ফসল কর্তন করুন রৌদ্রজ্জ্বল দিনে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

কুশি থেকে কাইচ থোর পর্যায়ঃ

- জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি বজায় রাখুন
- চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে উপরিপ্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পামরী পোকার আক্রমন দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- ফলস স্মাট রোগ দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বেগুনে ফোমোপসিস রোগে আক্রমন দেখা দিলে ব্যভিষ্টিন ০১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সুনিষ্কাশিত জমিতে বাধাঁকপি, ফুলকপির চাষ করা যেতে পারে।
- এই সময়ে বেগুন এ ডগা ও ফল ছিদ্রকারী রোগের আক্রমন দেখা দিলে, অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা করুন।
- ঢেঁড়শের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় নিমের তেল ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবু প্রভৃতি ফলের চারা লাগান।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- গোড়া পচা রোগ বা কান্ড পচা দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ গর্ত এ ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তুলা:

- প্রতি ৩৩ শতাংশে ২ কেজি হারে বীজ বপন সম্পন্ন করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঞ্জানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যথেষ্ট পানি আছে কাজেই পুকুরে নতুন পোনা ছাড়ুন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে, যথাযথ ব্যবস্থ নিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।